দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

015

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে লেখা-পড়া শেষ করতে চায়। আলালের ঘরের কিছু বখাটে এবং বিপথগামী মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র ছাড়া এই গরীব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাজীবন কোন মতেই প্রলম্বিত করতে চাইতে পারে না। অথচ কারণে অকারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাবর্ষ ৩/৪ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। এই অবস্থায় ছুটি কমিয়ে সিলেবাস শেষ করে সময় মত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যে দাবী ছাত্র-ছাত্রীরা করে তা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধের জন্য রাজনীতির সাথে ছাত্রদের জড়িত থাকার বিষয়টিকে একটি মহল থেকে দায়ী করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এ দেশে সচেতন অংশ হিসেবে ছাত্রদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। পাকিস্তান আমলেও ছাত্র রাজনীতি এ দেশে ছিল, অতীতে তারা একই সাথে রাজনীতি করেছে। পাশাপাশি ক্লাস ও পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করেছে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতি মুক্ত নয়। অসুস্থ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র মুক্ত ও মাস্তান মুক্ত করা হলে ছাত্র রাজনীতি থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার দরকার বা প্রয়োজন হবে না।

অতীতেও আমরা বলেছি ছুটি কমিয়ে এবং অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পিছিয়ে যাওয়া শিক্ষা বর্ষগুলোকে এগিয়ে এনে পর্যায়ক্রমে নিয়মিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আমরা আশাকরি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহল উদ্যোগী হবেন নইলে বিলম্বে ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে বই কমবে না।

—মোজহারুল হক (বাবুল)

নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন শিক্ষিতা নারী আর অশিক্ষিতা নারীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাওয়া যায়। মা যদি শিক্ষিতা হন তবে পরিবারে সাধারণতঃ সুখ-শান্তি বিরাজ করে। শিক্ষিতা মায়ের সন্তানরাও শিক্ষিত হয়। যদিও কোন কোন সময় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সংসারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে চাই শিক্ষিতা মা তথা শিক্ষিতা গৃহবধু। রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের জন্য আমাদের মুসলমান মায়েরা অনেক পশ্চাৎপদ। বর্তমানে মুসলমান মেয়েরা অনেক সচেতন হয়েছেন। পুরুষের পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন অফিস-আদালতে, সংস্থায়, মিলে, ব্যাংকে চাকুরী করছেন। অর্থ উপার্জন করে সংসারের অভাব-অনটন সংকট দূর করতে সক্ষম হচ্ছেন। অশিক্ষিতা মেয়েরা শুধু সাংসারিক কাজ করছেন। প্রত্যক্ষভাবে তারা কোন অর্থ উপার্জন করতে পারেন না। আর সংসারের টানাপোড়নে হাবুডুবু খাচ্ছেন। শিশুরা জাতির প্রাণ। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ঠিকমত অশিক্ষিতা মায়েরা লালন করতে জানেন না। তাই প্রত্যেক অভিভাবক-এর উচিত মেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

—এম, এ, শহীদ